‘সুলূকুল মুসলিম ফী বাইতিহী’ পুস্তিকার অনুবাদ

মুসলমানের ঘর

শাইখ ওয়াজদি গুনাইম

সত্যায়ন
প্রকাশন

সূচিপত্র

ভূমিকা.....

মুসলমান হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন.....

নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বানিয়ে নেওয়া.....

ঘরে আপনি কোন কোন নামাজ আদায় করবেন?.....

মুসলমানের ঘর হবে মূর্তি ও ছবি মুক্ত .....

মুসলমানের ঘর হবে কুকুরমুক্ত.....

মুসলমানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য : মেহমানদারি করা.....

মুসলমানের ঘর হবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা মুক্ত.....

ইসলামের আলোয় আলোকিত ঘর এবং প্রতিবেশীর অধিকার .....

মুসলমানের ঘর হবে পবিত্র.....

পরিবারের সদস্যদের বৈধ আনন্দ ও খুশির ব্যবস্থা করা.....

ঘরের কাজকর্মে সহযোগিতা করা ইসলামের দাবি.....

মুসলমানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য : অর্থ ব্যয়ে ভারসাম্যতা.....

ছেলে-মেয়ের বিছানা আলাদা করে দেওয়া.....

শেষকথা.....

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। পরিপূর্ণ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের নেতা, মহানবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথিসঙ্গী এবং একনিষ্ঠতার সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারী উম্মাতে মুসলিমার ওপর।

বক্ষ্যমাণ বইটিতে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো : পারিবারিক জীবনে মুসলমানদের করণীয় কী? দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ ঘরবাড়িতে একজন মুসলিম কীভাবে সফলতা অর্জন করবে? সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কীভাবে সে তার গন্তব্যে পৌঁছবে?

আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়কে ইসলামের আলোকে সাজাব, যা একজন মুসলমানের জন্য অতি আবশ্যক। এটিই তাকে সফলতা এনে দেবে এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাবে। এক্ষেত্রে একজন মুমিনের হৃদয় ও অনুভূতির ভাষা হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সূরা আনআমের ১৬২-১৬৩ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦٢ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ
وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝١٦٣﴾

“আপনি বলুন, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ—সবকিছুই জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বপ্রথম

আত্মসমর্পণকারী।”[১]

কাজেই একজন মুসলিম বিবাহ করবে মুসলিম পরিবারে বেড়ে-ওঠা-দ্বীনদার এক মুসলিম নারীকে; যাতে তার ঔরসে জন্ম লাভ করে দ্বীনদার মুসলিম সন্তান। এ কারণেই একটি দ্বীনদার মুসলিম পরিবার গঠনে ঘরের ও পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবার গঠনে ইসলামের নির্দেশনা জেনে জীবন যাপন করতে পারলে পরিবার হয়ে উঠবে সুখী ও শান্তিময়। যে পরিবার থেকে ইসলামের ভিত্তি গড়ে উঠবে। সুমহান এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই গ্রন্থ রচনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনতকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করুন, আমীন।

[১] সূরা আনআম, ৬ : ১৬২ : ১৬৩।

মুসলমান হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

ঘরবাড়ি সব সময় পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা উচিত। কারণ ইসলাম পরিচ্ছন্নতার দ্বীন। সুতরাং একজন মুসলিম তার ঘরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। ইসলামই তাকে এই শিক্ষা দেয়। এ জন্যই আপনি প্রত্যেক সালাতের আগে ওজু করেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

﴿أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِيْ مِنْ دَرَنِهِ﴾

"বলো তো, যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে প্রতিদিন তাতে পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?"

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা বাকী থাকবে না।'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

﴿فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا﴾

"এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।"[২]

---

[২] বুখারি, ৫২৮; মুসলিম, ৬৬৭।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾

"আর আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি বিশুদ্ধ পানি।"[৩]

একটি হাদীসে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَآءِ وَالْبَرَدِ

"হে আল্লাহ, তুমি আমার পাপসমূহ বরফ, পানি ও তুষারের শুভ্রতা দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।"[৪]

সুতরাং মুসলমান হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ঈমান ও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজেই মুসলিম পরিবার হবে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আলোকবর্তিকা। সেখানে থাকবে না কোনো অপবিত্রতা কিংবা ময়লা-আবর্জনা। ঘর সব সময় সাজানো-গোছানো ও পরিপাটি থাকবে। এলোমেলোভাবে কোনো বস্তু পড়ে থাকবে না। প্রতিটি বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখাই ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় শতগুণ। এই পরিপাটি থাকা ইসলামেরই অংশ। কেননা ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন জীবনব্যবস্থা।

আমরা যখন সালাতে দাঁড়াই, তখন আমরা সকলেই সারিবদ্ধভাবে বিশেষ এক নিয়মে দাঁড়াই। যা আমাদের বিন্যস্তভাবে সুশৃঙ্খল হয়ে চলা শেখায়। এমনিভাবে আমরা সালাতের পূর্বে কিবলার দিক নির্ধারণ করি, সতর ঢেকে রাখি এবং পবিত্রতা গ্রহণ করি; শরীরের, কাপড়ের, সালাত আদায়ের স্থানের...। অতঃপর সালাত সম্পূর্ণ হয় বিশেষ তারতীবে, বিশেষ সময়ের মধ্যে। যা থেকে আগ-পিছ করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

"নিশ্চয়ই মুমিনদের ওপর ফরজ করা হয়েছে নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়

[৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৮।
[৪] মুসলিম, ৫৯৮।

করা।”[৫]

অতএব, একটি মুসলিম পরিবারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের ঘরটি সর্বদা পরিষ্কার, পরিপাটি থাকবে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে ঘর পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। যাতে তারা প্রতিটি বস্তু যথা স্থানে রাখে। কেননা ইসলাম হলো বিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন জীবনব্যবস্থার নাম।

একটি মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বাল্যকাল থেকেই সাজানো ও পরিচ্ছন্ন এক পরিবেশে গড়ে ওঠে। তারা ছোটোবেলা থেকেই শিখে নেয় গোছানো ও পরিচ্ছন্ন জীবনের পাঠ।

ফলে সন্তানরা শৈশব থেকেই প্রতিটি বস্তু বিন্যস্ত করে রাখতে শিখে, গোছানো জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানা পরিপাটি করে রাখা, তাদের বিভিন্ন কাজে মাকে সাহায্য করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা একটা নিয়মের আওতায় চলে আসে।

আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করে তোলা। উদাহরণস্বরূপ : ঘরের ভেতর প্রবেশ করার আগেই জুতা খোলা এবং দরজার নিকটে জুতার বক্সে জুতা রাখা। নিয়ম করে এই কাজটি করতে পারলে ঘর সব সময় পবিত্র ও পরিষ্কার থাকবে। নাপাক ও ময়লা হবে খুব কম। এমনিভাবে পরিধেয় জামা-কাপড় খুলে আলনায় ভাজ করে রাখা, কাপড় ময়লা হলেই দেরি না করে ধুয়ে ফেলা, খাওয়ার পর থালা-বাটি পরিষ্কার করা, অবশিষ্ট খাবার ঢেকে রাখা—এসবই ঘরের পরিচ্ছন্নতার অন্তর্ভুক্ত। এসকল বিষয় নিজেও মেনে চলতে হবে, সাথে সন্তানদেরও এতে অভ্যস্ত বানাত হবে।

একজন মুসলিমের জন্য অন্যের ঘরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি খিয়াল রাখা জরুরি। যদিও সে ঘরটি সাধারণ কোনো গরিব মানুষের ঘর হোক কিংবা সেই ঘরে কার্পেট, গালিচা বা চাটাই বিছানো থাকুক।

ঘরের পবিত্রতা রক্ষার্থে টয়লেটের জন্য আলাদা জুতা কিংবা স্লিপার ব্যবহার করা উচিত। যা শুধুমাত্র টয়লেটেই ব্যবহৃত হবে। অন্যত্র যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এতে করে নিজের অজান্তে অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

---

[৫] সূরা নিসা, ৪ : ১০৩।

নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বানিয়ে নেওয়া

মুসলিম পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় হলো, ঘরের কোনো স্থান নামাজের জন্য নির্ধারণ করা। যদিও ঘরের যেকোনো পবিত্র স্থানে নামাজ পড়া বৈধ। আমরা শুধুমাত্র ঘরের আসবাবপত্র নির্দিষ্ট স্থানে রাখার ব্যাপারে যত্নবান হই। কোথায় কোন আসবাব রাখলে সুন্দর হবে তা নিয়ে যথেষ্ট ভেবে থাকি। পক্ষান্তরে আমরা কোথায় নামাজের স্থান বানালে মনোযোগের সাথে সুন্দরভাবে নামাজ আদায় করতে পারব, তা নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই। নেই কোনো আগ্রহ কিংবা উদ্দীপনা। অথচ উত্তমভাবে ঘরে নামাজ আদায় করার জন্য মনোরম ও উত্তম স্থানের দাবি রাখে। যা একজন মুসলমানের ঘরের রহমত ও বরকতের জন্য অপরিহার্য।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কিছু মানুষ আসবাবপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে ঘরের আয়তন কতটুকু তা নিয়ে ভাবে না। ইচ্ছেমতো জিনিসপত্র কিনে ঘর ভরে রাখে। চলাফেরার জায়গা পর্যন্ত থাকে না। আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'নামাজ কোথায় পড়বেন?' সে সাথে সাথে উত্তর দেবে, 'যেকোনো জায়গায় পড়ে নিবো' কিংবা বলবে, 'মসজিদে গিয়ে পড়ব ইন শা আল্লাহ।'

আল্লাহর শপথ করে বলছি, সব সময় সকল নামাজই কি আপনি মসজিদে গিয়ে পড়তে পারবেন? এটা কখনই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যেন এমনটিই হয়। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। তাই আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا

> "তোমারা তোমাদের ঘরগুলো কবরস্থান বানিয়ে রেখো না। (যেখানে নামাজ পড়া হয় না)"[৬]

সুতরাং, আপনি আপনার ঘরকে কেন কবর বানিয়ে রাখবেন? অবশ্যই আপনাকে ঘরেও সালাত আদায় করতে হবে; অন্যথায় আপনি আপনার ফ্লাট/ঘরকে কবরে পরিণত করছেন। যেখানে সালাত আদায়ের কোনো ব্যবস্থাপনা নেই।

ঘরে আপনি কোন কোন নামাজ আদায় করবেন?

নামাজ হলো নূর। আপনার ঘরে নামাজ নেই মানে, সেখানে কোনো নূর নেই। যে ঘরে দ্বীনের কোনো আলো থাকে না, সেই ঘরে শয়তান জায়গা করে নেয়। সেই ঘর অশান্তিতে ভরপুর করতে থাকে। তবে এখন প্রশ্ন হলো, ঘরে কোন কোন নামাজ আদায় করবেন? এর উত্তর হলো, ঘরে সব ধরনের সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায় করা যায়। কেননা মুসলিম পুরুষের জন্য সর্বোত্তম ফরজ নামাজ হলো যা মসজিদে আদায় করা হয়। আর সর্বোত্তম সুন্নাত হলো যা বাড়িতে পড়া হয়।

আমরা ঘরে নফল নামাজগুলো আদায় করব, যাতে আমাদের ঘরগুলো নামাজের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত না হয়। কাজেই আমরা আমাদের ঘরগুলোতে নামাজে পরিবেশ তৈরি করব। তবে এর জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেওয়া অপরিহার্য। যাতে যখনই সালাত আদায় করার আগ্রহ হয়, প্রশান্ত হৃদয়ে সালাত আদায় করতে পারি। অন্যথায় দেখা যাবে সালাত আদায় করতে চাইলে কখনো টেবিল সরাতে হবে কিংবা খাট টানতে হবে বা অন্য কোনো আসবাব এদিক-সেদিক নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে। এমনকি কখনো আগ্রহ হলেও উক্ত ঝামেলার কারণে সালাতে অগ্রসর হতে মন চাইবে না। সালাতের বিষয়টাই বাদ দিয়ে দেবে।

আপনি হয়তো বলবেন, বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির ফলে আসবাবপত্র হালকা ও সহজে ভাজ করা যায়। যেমন : প্লাস্টিকের টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। হ্যা, আপনার কথা সঠিক। এগুলো সহজেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া যায়। কিন্তু নামাজের পরিবেশ তৈরির স্বার্থে দিনে কয়েকবার এ ঝামেলা কতজন করবেন? কতবার করতে উদ্যমী থাকবেন? বাস্তবতা হলো, ৫-৬ মিনিটের নামাজের জন্য ২-৩ মিনিটের

[৬] আবূ দাউদ, ২০৪২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৪১৬।

এ কষ্টও অনেক সময় বোঝা মনে হতে পারে। কাজেই নামাজের জন্য নির্ধারিত সুন্দর স্থানের কোনো বিকল্প নেই। যখনই ঘরে নামাজের স্থান নির্ধারিত হবে তখনই বলা যাবে, 'এ ঘরে নামাজ আদায় করা হয়'। এছাড়াও শয়তান আপনাকে সহজে নামাজ পড়া থেকে দূরে সরাতে পারবে না। চাই দিনে কিংবা রাতে যখনই ইচ্ছা হবে নামাজ পড়া সহজবোধ্য হবে।

মুসলমানের ঘর হবে ছবি ও মূর্তি মুক্ত

মুসলমানদের ঘরগুলো থাকবে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার আলো দ্বারা আলোকিত। নূরানি পরিবেশের ছোঁয়া থাকবে সর্বত্র। সেখানে কোনো মূর্তি কিংবা ছবি থাকবে এটা ভাবাই যায় না। কল্পনার বাইরে। মূর্তি সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম; এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ছবি ও চিত্র নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ আছে। হাদীসে এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

"কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে ছবি অঙ্কনকারীরা।"[৭]

সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম-এর অন্য এক হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

"নিশ্চয়ই যারা এসকল (প্রাণীর) ছবি অঙ্কন করে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা তৈরি করেছিলে তাতে জীবন দান করো।"[৮]

---

[৭] নাসাঈ, আস-সুনান, ৫৩৬৪; বুখারি, ৫৯৫০; মুসলিম, ২১০৯।

[৮] বুখারি, ৫৯৫১; মুসলিম, ২১০৮।